President of India attends a Special Programme to mark the golden jubilee of the Independence of Bangladesh and the conclusion of "Mujib Borsho" celebrations

December 17, 2021

বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বর্ণজয়ন্তী এবং "মুজিববর্ষ" উদযাপনের সমাপন উপলক্ষে আয়োজিত একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে ভারতের রাষ্ট্রপতির অংশগ্রহণ।

ডিসেম্বর 17, 2021

'বাংলাদেশের স্বাধীনতার 50তম বার্ষিকী উদযাপনের এই ঐতিহাসিক ক্ষণে, আমি আপনাদের 1.3 মিলিয়ন ভারতীয় ভাই বোনেদের কাছ থেকে আপনাদের উৎসবের শুভেচ্ছা বয়ে এনেছি।' বলেছেন ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রী রাম নাথ কোবিন্দ। আজ সন্ধ্যায় (ডিসেম্বর17, 2021) বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ভবনে বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বর্ণজয়ন্তী এবং "মুজিববর্ষ" উদযাপনের সমাপন উপলক্ষে আয়োজিত একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে তিনি ভাষণ দেবার সময় এই কথা বলেছেন। রাষ্ট্রপতি বলেছেন যে, পঞ্চাশ বছর আগে দক্ষিণ এশিয়ার আদর্শগত মানচিত্র অপরিবর্তনীয় ভাবে বদলে গেছে এবং বাংলাদেশ নামে একটি গর্বিত দেশের জন্ম হয়। তিনি বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের, বিশেষ করে নির্মম কন্যা, বোন ও মায়েদের অকথ্য যন্ত্রণার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান এবং বলেন যে এটি তাদের আত্মত্যাগ এবং বাংলাদেশের জন্য ন্যায়পরায়ণতা, যা এই অঞ্চলকে বদলে দিয়েছে।

রাষ্ট্রপতি বলেন যে, বাংলাদেশের সংগ্রামে যে পরিমানে সহানুভূতি এবং তৃণমূল স্তরে সাহায্যর স্মৃতি ভরতে রয়েছে তার সমকক্ষ উদাহরণ ইতিহাসে খুব কমই রয়েছে।জনগণ স্বতস্ফুর্তভাবে তাদের হৃদয় এবং দুয়ার খুলে রেখেছিল বাংলাদেশের জনগণকে সকল রকমের সম্ভাব্য সাহায্য করার জন্য।আমাদের ভাই বোনেদের প্রয়োজনের সময় সাহায্য করা ছিল আমাদের স্থায়ী গর্ব এবং গুরু দায়িত্ব। তিনি বলেছেন যে, গণ অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠা আমাদের বন্ধুত্বের যে অদ্বিতীয় ভিত্তি যা কিনা বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছিল ইতিহাস তার সাক্ষ্য চিরকাল বহন করবে। ভারত এবং বাংলাদেশ উভয় দেশের প্রবীণ যোদ্ধারা হলে বিশ্বাস এবং বন্ধুত্বের জীবন্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ যা কিনা পাহাড়কে টলিয়ে দিতে পারে।

রাষ্ট্রপতি বলেছেন যে পঞ্চাশ বছরের কিছু আগে একটি স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন কোটি কোটি মানুষকে উজ্জীবিত করেছিল। কিন্তু তখন এটি নাশকতাবাদী, সংশয়বাদী এবং নিন্দুকদের কাছে একটি সুদূর ও অলীক স্বপ্ন বলে মনে হয়েছিল।আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট এবং বাস্তব রাজনীতি মুক্তির সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দিচ্ছিল বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর উজ্জীবিত দক্ষতাপূর্ণ কূটনীতি,, তার স্বচ্ছ নৈতিক আদর্শ এবং পূর্বপাকিস্তানের জনগণের ন্যায়বিচারের জন্য তার অদম্য দৃঢ়তা সত্যিকারের পাশা উল্টে দেওয়ার মত ছিল।

রাষ্ট্রপতি বলেন যে, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল এমন এক বাংলাদেশের যেটি শুধুমাত্র রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন নয় বরং একটি ন্যায়সঙ্গত এবং অন্তর্ভূক্তিমূলক জাতি। দুঃখজনকভাবে, তার জীবিতকালে তার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয় নি। স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি বঙ্গবন্ধু এবং তার পরিবারের প্রায় সকলকে বর্বরচিতভাবে হত্যা করে । তারা উপলব্ধি করতে পারেনি যে, বুলেট এবং হিংসা জনগণের দ্বারা গৃহীত কল্পনার আদর্শকে নির্বাপিত করতে পারেনা। আজ বঙ্গবন্ধুর এই আদর্শগুলি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের কঠিন পরিশ্রমী এবং উদ্যোগী জনগণের দ্বারা বাস্তবায়িত হচ্ছে।

রাষ্ট্রপতি বলেন যে, গত দশকে বাঙ্গলাদেশ দ্বারা অর্জিত কর্তৃত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক অগগ্রগতির আমরা সাক্ষী হয়েছি, যা তার নাগরিকদের নিজেদের সম্পূর্ণ ক্ষমতাকে বুঝে ওঠার সুযোগও সৃষ্টি করে দিয়েছে। তিনি বলেন যে, ভৌগোলিক সুবধার দ্বারা পরিপুরিত বাংলাদেশের তারকাচিত অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সমগ্র উপ-মহাদেশ এবং বিশ্বকে সুবিধা প্রদান করতে পারে।আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের মধ্যে এই বাস্তব ধীরে ধীরে স্বীকৃতি লাভ করছে যে, ঘনিষ্ঠ উপ-মহাদেশিক বাণিজ্য, অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং যোগাযোগ, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সোনারবাংলা অর্জনের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করবে।

রাষ্ট্রপতি বলেন যে, ভারত বাঙ্গলাদেশের সাথে বন্ধুত্বকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দেওয়ার সাথে সবসময় যুক্ত রয়েছে।আমাদের বন্ধুত্বের সম্ভাব্যতাকে বাস্তবায়িত করতে সাহায্য করার জন্য আমরা যথাসাধ্য করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছি। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, আমরা বাণিজ্য, অর্থনৈতিক সহযোগিতা, জনগণের মধ্যে সম্পর্ক, ছাত্র বিনিময় এবং কার্যকলাপের একাধিক ক্ষেত্রে ব্যাপক সম্প্রসারণ দেখেছি। এগুলো পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সার্বভৌম সমতা এবং আমাদের নিজ নিজ দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থের উপর ভিত্তি করে একটি টেকসই, গভীর বন্ধুত্বের নিশ্চয়তা।

রাষ্ট্রপতি বলেন যে যদি ভারত-বাংলাদেশ অংশীদারিত্বের প্রথম 50 বছরের অসাধারণ চ্যালেঞ্জগুলিকে অতিক্রম করে শুরু হয়ে থাকে যা আমাদের জনগণের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব তৈরি করেছে, তবে সম্ভবত সেই দন্ডটিকে আরও উঁচু করার সময় এসেছে।

সেটা অর্জন করার জন্য ধারণা, সৃষ্টিশীলতা, বাণিজ্য এবং প্রযুক্তির বিশ্বে একযোগে বিশ্বব্যাপী পথপ্রদর্শক উদ্যোগ সৃষ্টি করার জন্য আমাদের ব্যবসায়গুলি আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি এবং বিশে করে যুবদের উজ্জীবিত হওয়া আবশ্যিক। আমাদের আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিক 'শ্রেণির সেরা' ধারণাগুলি খুঁজে বের করার জন্য আমাদের নিজস্ব অনন্য সাফল্যের গল্পগুলির শক্তিকে কাজে লাগাতে আমাদের চিন্তাবিদদেরকে অনুরোধ করতে হবে। আন্তঃসংযোগের একটি নতুন যুগে প্রবেশ করার সাথে সাথে আমরা একসাথে ধারণা এবং উদ্ভাবনের নির্বিঘ্ন প্রবাহের সুযোগ তৈরি করতে পারি। এবং আমাদের উপ-অঞ্চলকে বিশ্বের বৃহত্তম উৎপাদন কেন্দ্রগুলির একটিতে পরিণত করতে এবং পণ্য ও পরিষেবাগুলির জন্য বিশ্বের বৃহত্তম বাজার হতে সক্ষম করে তুলতে আমাদের ব্যবসায়গুলিকে উৎপাদন এবং পরিবহন সংযোগের গভীরভাবে-সংহত সরবরাহ শৃঙ্খলগুলির দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি করতে উৎসাহিত করা উচিত।

এর আগে সকালে, ঢাকার ন্যশনাল প্যারেড গ্রাউন্ডে ' সম্মানিত অতিথি' হিসেবে রাষ্ট্রপতি জাতীয় বিজয় দিবস কুচকাওয়াজে উপস্থিত ছিলেন। এই উৎসব সমারোহে ভারতের সশস্ত্র বলের তিনটি বিভাগের 122 জন সদস্যও এই সমারোহে যোগদান করেছে।

আগামীকাল রাষ্ট্রপতি ঢাকায় পুনর্নির্মিত রমনা কালীবাড়ির উদ্বোধন করবেন এবং নিউ দিল্লিতে ফিরে আসার আগে বাঙ্গলাদেশে ভারতীয় হাই কমিশনার দ্বারা আয়োজিত ভারতীয় সম্প্রদায় এবং ভারতের মিত্রদের অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা এবং ভাষণ প্রদান করবেন।

ঢাকা
নিউ দিল্লি 16, 2021

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release.